اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی خَاتَمِ النَّبِیّٖنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ط بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ یَارَسُوْلَ اللّٰہ وَعَلٰی اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ یَا حَبِیْبَ اللّٰہ

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ یَا نَبِیَّ اللّٰہ وَعَلٰی اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ یَا نُوْرَ اللّٰہ

نَوَیْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِکَاف (আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়ত করলাম)

## দুরূদ শরীফের ফযীলত

আমরা গুনাহগারদের সুপারিশকারী নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন:

مَنْ صَلّٰی عَلَیَّ مِاءَۃً کَتَبَ اللّٰہُ بَیْنَ عَیْنَیْہِ بَرَاءَۃً مِّنَ النِّفَاقِ وَبَرَاءَۃً مِّنَ النَّارِ وَاَسْکَنَہُ اللّٰہُ یَوْمَ الْقِیَامَۃِ مَعَ الشُّھَدَاءِ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার প্রতি একশত (১০০) বার দরুদ শরীফ পাঠ করবে আল্লাহ পাক তার উভয় চোখের মাঝখানে লিখে দিবেন যে, এই ব্যক্তি নিফাক এবং জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত এবং তাকে কিয়ামতের দিন শহীদদের সাথে রাখা হবে। **(মু'জামু, ৫/২৫২, হাদিস: ৭২৩৫)**

## বয়ান শোনার নিয়্যত

**প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّیَّۃُ الصَّادِقَۃُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮৪)**

**হে আশিকানে রাসূল!** প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ

করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলমে দ্বীন শেখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালীন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

## মহান রহমত অবতীর্ণ হওয়ার রাত

একবার অর্ধরাত ছিল, আল্লাহ পাকের নবী হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام এর হাওয়ারী (অর্থাৎ তাঁর প্রতি ঈমান আনয়নকারী সৌভাগ্যবানরা) নামায আদায় করল, এরপর হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام এর আশেপাশে একত্রিত হলো। এটি একটি অনন্য ও বিস্ময়কর রাত ছিল, কোন রাত ছিল? স্বয়ং ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام এর যবানে শুনুন!

তিনি তাঁর হাওয়ারীদের বললেন: আজকে হলো ওই রাত যিনি মসীহ রাসূল (অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর যুগে এটাকে বাৎসরিক জলসা হিসেবে উদযাপন করা হবে, এজন্য আমি চাই না যে, আজকে আমরা ঘুমিয়ে থাকবো বরং আমরা আমাদের দয়ালু রবের দরবারে ১০০বার মাথা অবনত করে নামায আদায় করবো, স্বীয় রবের দরবারে সিজদা করবো। আরও বললেন: আমাদের উচিত আল্লাহ পাকের শুকরিয়া আদায় করা কেননা তিনি আমাদেরকে এই রাতে অনেক বড় মহান একটি নেয়ামত দান করেছেন।

(আম্বিয়ায়ে সাবেকীন আওর বাশারাতে সায়্যিদুল মুরসালীন, পৃ:৪৫)

سُبْحَانَ الله! প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের নবীর কেমন শান! হযরত ঈসা عَلَیْہِ السَّلَام ওই শান ওয়ালা নবী, যাঁর ইলমে গাইবের মুযিজার কথা স্বয়ং পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাঁর ইলমে গাইবের শান দেখুন! হাজারো বছর পূর্বের কথা, হযরত ঈসা عَلَیْہِ السَّلَام আল্লাহ পাকের দানক্রমে, ইলমে গাইবের মাধ্যমে ওই সময়ে উম্মতে মুস্তফা صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর অবস্থাদি অবলোকন করছেন, ইশকের ধরন অবলোকন করছিলেন, তিনি জানতেন যে বেলাদতে মুস্তফার রাত হলো ওই রাত যেই রাতের গুরুত্ব উম্মতে মুস্তফা অনুধাবন করবে, নিজেদের আক্বা صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রতি উচ্চ পর্যায়ের ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশে তাঁর শুভ আগমনের রাতকে বাৎসরিক জলসা আকারে উদযাপন করবে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এখানে আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করুন! হযরত ঈসা عَلَیْہِ السَّلَام রাসূলে করীম صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর শুভ আগমনের সুসংবাদ শোনানোর জন্য এসেছিলেন, যিনি এটা জানতেন যে, আমার পরে আর কোন নবী আসবেন না, শুধুমাত্র আহমদ নবী صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمই তাশরীফ আনবেন। তিনি এটাও জানতেন যে, তাঁর পবিত্র বেলাদত কখন হবে, কোন রাতে তিনি দুনিয়াতে তাশরীফ আনবেন, এখনো তিনি তাশরীফ আনেননি, এর হাজারো বছর পূর্বে, বেলাদতে মুস্তফা صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর রাতটি যেন মিলাদে মুস্তফার মাহফিল সজ্জিত হয়েছে আর ব্যবস্থাপনাটি কেমন মহান, হযরত ঈসা عَلَیْہِ السَّلَام তাঁর হাওয়ারীদেরকে এই রাতের শুকরিয়া আদায় করারও হুকুম দিয়েছেন এবং বলেছেন: আজ আমরা মিলাদে মুস্তফা যেটা শত শত বছর পর অনুষ্ঠিত হবে, এটির শুকরিয়া আদায়ার্থে ১০০ রাকাত নামায আদায় করবো।


www.dawateislami.net

| | | | |
|---|---|---|---|
| سرکار کی آمد! | مرحبا! | سردار کی آمد! | مرحبا! |
| اچھے کی آمد! | مرحبا! | سچّے کی آمد! | مرحبا! |
| حُضُور کی آمد! | مرحبا! | پُرنور کی آمد! | مرحبا! |

সরকার কী আমদ! মারহাবা!
সরদার কী আমদ! মারহাবা!
আচ্ছে কী আমদ! মারহাবা!
সাচ্চে কী আমদ! মারাহাবা!
হুযুর! কী আমদ! মারহাবা!
পুরনূর কী আমদ! মারহাবা!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

## পৃথিবীবাসীদের ভাগ্য উজ্জ্বল হয়েছে

اَلْحَمْدُ لِلّٰه! ☆ আজ হলো সেই রাত ☆ কাল হলো সকল ঈদের ঈদ ☆ আজ হলো ঈদের রাত ☆ আজ হলো ওই রাত যেই রাতে তারকারাজি জমিনের দিকে ঝুকে গিয়েছিল ☆ কাবা সালাম প্রদর্শনে ঝুকে পড়েছিল ☆ ফেরেশতারা মুবারকবাদ জানানো জন্য মা আমেনার ঘরে এসেছিল ☆ কাইসার ও কিসরা (অর্থাৎ ওই সময় অনেক ক্ষমতাশীল রাজাদের) প্রাসাদে কম্পন সৃষ্টি হয়েছিল ☆ হ্যাঁ! হ্যাঁ! আজ হলো ওই রাত যেই রাতের সদকায় অন্ধকার দূরীভূত হয়েছে ☆ নূর পুরো পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে ☆ রহমত ছেঁয়ে গেছে ☆ সব জটিলতা দূর হয়েছে ☆ নসীব চমকে গেছে ☆ রবের মহান অনুগ্রহ ও দয়া হয়েছে ☆ রাসূলে করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم রাহমাতুল্লিল আলামীন হয়ে দুনিয়াতে তাশরীফ এনেছেন।

# সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী নবী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُلِلّٰه আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হলেন সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী নবী ☆ যেই মর্যাদা ☆ যেই স্থান ☆ যেই ফযিলত ☆ যেই শান ☆ যেই আযমত ☆ যেই ইজ্জত ☆ যেই সম্মান ☆ যেই স্তর ☆ যেই প্রশস্ততা ☆ যেই উন্নতি আল্লাহ পাক ☆ মালিকে কায়িনাত ☆ খালিকে কায়িনাত তাঁর প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দান করেছেন, এমন মর্যাদা, এমন স্থান, এমন আযমত, এমন শান, এমন নৈকট্যতা, এমন মহিমা না পূর্বে কাউকে দিয়েছেন আর না ভবিষ্যতে আর কেউ পেতে পারে। আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনুল কারীমে বলেছেন:

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ۘ مِنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللّٰهُ وَ رَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجٰتٍ ؕ

(পারা ৩, সূরা বাকারা, আয়াত ২৫৩)

**কানযুল ঈমানের অনুবাদ:** এঁরা রাসূল, আমি তাঁদের মধ্যে একককে অপরের উপর শ্রেষ্ঠ করেছি। তাঁদের মধ্যে কারো সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন এবং কেউ এমনও আছেন, যাঁকে সবার উপর মর্যাদাসমূহ উন্নীত করেছেন।

এই আয়াতে কারীমায় পরিষ্কার বলে দিয়েছেন যে, وَ رَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجٰتٍ ؕ অর্থাৎ একজন নবী আছেন, যাঁকে সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام এর উপর উচ্চ মর্যাদা দান করা হয়েছে, ইলমে তাফসীরের সমস্ত ওলামায়ে কেরামগণ এই বিষয়ে একমত যে বরং ইমাম রাযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: সমস্ত উম্মত এই বিষয়ে ঐক্যমত যে একজন নবী রয়েছেন যাঁকে সবার উপর মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আমার ও আপনার নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم।

(তাফসীরে কবীর, পারা: ৩, সূরা: বাকারা, আয়াতের পাদটীকা: ২৫৩, ২/৫২১)

# এমন শান আর কেউ পায়নি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আয়াতে কারীমার উপর লক্ষ্য করুন! আল্লাহ পাক বলেছেন:

وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجٰتٍ ؕ

(পারা ৩, সূরা বাকারা, আয়াত ২৫৩)

**কানযুল ঈমানের অনুবাদ:** এবং কেউ এমনও আছেন, যাঁকে সবার উপর মর্যাদাসমূহ উন্নীত করেছেন।

এখানে দেখুন! আল্লাহ পাক এটা বলে দিয়েছেন যে, আল্লাহ পাকের প্রিয় মাহবুব صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সমস্ত নবীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কিন্তু তাঁর নাম উল্লেখ করেননি। এতে হিকমত কী রয়েছে? এটাও খুবই ঈমান সতেজকারী বিষয়, ওলামায়ে কেরাম বলেন: নামের প্রয়োজন হয় ওখানে, যেখানে ওই মর্যাদার সমপরিমাণ অন্য কেউ একজন থাকে, যদি ওই মর্যাদার অধিকারী শুধুমাত্র একজনই থাকে তবে সেখানে নাম নেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না, ওখানে এমনিতেই সবাই বুঝে নেয়।

সাধারণ একটি উদাহরণ বুঝে নিন; যদি আমি বলি: ✯ আমার খালিক হলেন তিনি, যিনি এই আসমান বানিয়েছেন। আপনি বুঝে নিবেন যে, আমি কার কথা বলছি, আসমান সৃজনকারী রব তো একজনই। অতএব নাম নেওয়ার প্রয়োজন নেই ✯ আমি বলছি: আমাকে রিযিকদানকারী হলেন তিনিই, যিনি সমস্ত জাহানকে রিযিক দান করেন, আপনি বুঝে নিবেন যে সবাইকে পালনকারী, সবার সৃষ্টিকর্তা, সবাইকে রিযিকদানকারী শুধুমাত্র আল্লাহ পাকই, অন্য কেউ নেই, অতএব নাম নেওয়া না হলেও খেয়াল একদিকেই চলে যায়, স্বয়ংক্রিয়ভাবে মাথায় চলে আসে, যেহেতু এই শানের অধিকারী শুধুমাত্র একজনই সেহেতু নাম নেওয়ার কোনো

প্রয়োজনই নেই, সুতরাং আল্লাহ পাক ✯ হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام এর শান উল্লেখ করেছেন তো তাঁর নাম নিয়েছেন ✯ হযরত নূহ عَلَيْهِ السَّلَام এর শান বর্ণনা করেছেন তো নাম নিয়েছেন ✯ হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام এর শান উল্লেখ করেছেন তো নাম নিয়েছেন ✯ হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর শান বর্ণনা করেছেন তো নাম নিয়েছেন ✯ হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام এর শান উল্লেখ করেছেন তো নাম নিয়েছেন ✯ কিন্তু যখন স্বীয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ক্ষেত্রে নামই তো নেননি বরং বলে দিয়েছেন:

وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجٰتٍ ؕ

(পারা ৩, সূরা বাকারা, আয়াত ২৫৩)

**কানযুল ঈমানের অনুবাদ:** এবং কেউ এমনও আছেন, যাঁকে সবার উপর মর্যাদাসমূহ উন্নীত করেছেন।

মূলত এটা বলা হচ্ছে যে, সবচেয়ে উত্তম নবী হলেন একজনই, সুতরাং তাঁর নাম না নিলেও খেয়াল শুধু একদিকেই যায়, বুঝে যায় যে অসংখ্য আজিমুশ শান মর্যাদার অধিকারী নবী হলেন হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم, তিনিই হলেন সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৩০/১৫১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

## হে মাহবুব! আপনি কী মর্যাদা পেয়েছেন...?

হযরত সালমান ফারসী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হলেন রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর একজন বিখ্যাত সাহাবী। তিনি বর্ণনা করেন: একবার এক ব্যক্তি প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরজ করল: "ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মহান আল্লাহ হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام -এর সাথে কালাম (কথোপকথন) করেছেন; হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام -কে রুহুল কুদুসের মাধ্যমে (অর্থাৎ নিজের পূর্ণ কুদরতে পিতা ছাড়াই) সৃষ্টি করেছেন; হযরত

ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام -কে নিজের 'খলিল' (বন্ধু) বানিয়েছেন এবং হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام -কে মর্যাদা দান করেছেন। আপনাকে কী বিশেষ ফযিলত দান করা হয়েছে? হযরত সালমান ফারসী رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ বলেন: আল্লাহ পাকের প্রিয় রাসূল صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কোনো উত্তর দেয়ার আগেই হযরত জিবরাঈল আমীন عَلَيْهِ السَّلَام অবতীর্ণ হলেন এবং আল্লাহ পাকের বার্তা নিয়ে আরজ করলেন: আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন: হে প্রিয় মাহবুব ! صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ☆ আমি যদি ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام -কে খলিল' বানিয়ে থাকি, তবে তার বহু পূর্বেই আপনাকে আমার 'হাবীব' বানিয়েছি। ☆ আমি যদি মূসা عَلَيْهِ السَّلَام -এর সাথে জমিনে কথা বলে থাকি, তবে আপনাকে আসমানের ঊর্ধ্বে ডেকে নিয়ে কালাম করার সম্মান দান করেছি। * আমি যদি ঈসা (عَلَيْهِ السَّلَام -কে রুহুল কুদুসের মাধ্যমে (অর্থাৎ নিজের বিশেষ কুদরতে পিতা ছাড়াই) সৃষ্টি করে থাকি, তবে সৃষ্টিজগত সৃষ্টির দুই হাজার বছর আগেই আপনার নাম মুবারক সৃষ্টি করেছি। ☆ হে প্রিয় মাহবুব ! صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপনার পদযুগল আসমানের এমন উচ্চতায় পৌঁছেছে, যেখানে আপনার পূর্বেও কারো পা পৌঁছেনি এবং আপনার পরেও কারো পৌঁছাবে না। ☆ হে প্রিয় মাহবুব ! صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমি যদি আদম عَلَيْهِ السَّلَام -কে বুযুর্গী দান করেছি, তবে আপনার মাধ্যমে নবুয়তের সিলসিলা (ধারা) সমাপ্ত করেছি। হে প্রিয় হাবীব ! صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার নিকট আপনার চেয়ে বেশি মর্যাদাবান আর কাউকে আমি সৃষ্টি করিনি। আমি দুনিয়া এজন্যই সৃষ্টি করেছি যেন মানুষ আপনার সম্মান ও মর্যাদা প্রত্যক্ষ করতে পারে। وَلَوْ لَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الدُّنْيَا হে আমার হাবীব ! صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপনি যদি না হতেন, তবে আমি দুনিয়াই সৃষ্টি করতাম না। **(তারিখে মদীনা দামেস্ক, ৩/৫১৭, ৫১৮)**

سُبْحَانَ الله! আমার আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর কী অপূর্ব শান ও মর্যাদা...!!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

## শুনে নাও! আমি আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব

হাদিস শরীফের বিখ্যাত কিতাব তিরমিযী শরীফে বর্ণিত রয়েছে, রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا বর্ণনা করেন: একবার সাহাবায়ে কেরাম رَضِىَ اللهُ عَنْهُمْ একত্রিত হয়ে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর আগমনের অপেক্ষা করছিলেন। এরই মাঝে তাঁরা ইলমী (জ্ঞানগর্ভ) আলোচনা শুরু করলেন। ইতিমধ্যে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -ও তাশরীফ আনলেন। তিনি সাহাবীদের কাছাকাছি এসে থেমে গেলেন এবং তাঁদের কথাবার্তা শুনতে লাগলেন। তাঁরা কী আলোচনা করছিলেন? একজন সাহাবী বললেন: "কতই না আশ্চর্যের বিষয়! আল্লাহ পাক হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام -কে নিজের 'খলিল' বানিয়েছেন। দ্বিতীয়জন বললেন: "কতই বিস্ময়কর কথা যে, আল্লাহ পাক হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام -কে 'কলিমুল্লাহ' (যাঁর সাথে কথা বলেছেন) বানিয়েছেন! তৃতীয়জন বললেন: "কতই না বিস্ময়ের বিষয়! আল্লাহ পাক হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام -কে 'রুহুল্লাহ' (আল্লাহর রুহ) এবং 'কালিমাতুল্লাহ' (আল্লাহর বাণী) বানিয়েছেন। চতুর্থ সাহাবী বললেন: "কতই না অবাক করা বিষয়! আল্লাহ পাক হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام -কে 'সফিয়্যুল্লাহ' (আল্লাহর মনোনীত ব্যক্তি) বানিয়েছেন।

এই কথাবার্তা শোনার পর প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁদের সামনে তাশরীফ আনলেন এবং বললেন: হে আমার সাহাবীগণ! আমি তোমাদের সব কথা শুনেছি। ✯ তোমরা বলছ যে, ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام আল্লাহর 'খলিল'; নিঃসন্দেহে তিনি এই শান ও মর্যাদারই অধিকারী। ✯ তোমরা বলছ মূসা عَلَيْهِ السَّلَام 'কলিমুল্লাহ'; নিঃসন্দেহে তিনি এই শান ও মর্যাদারই অধিকারী। ✯ তোমরা বলছ ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام 'রুহুল্লাহ'; হ্যাঁ, তিনি এই শান ও মর্যাদারই অধিকারী। ✯ তোমরা বলছ হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام 'সফিয়্যুল্লাহ'; হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাঁর এটাই শান ও মর্যাদা! ✯ اَلَا وَاَنَا حَبِيْبُ اللهِ وَلَا فَخْر অর্থাৎ, 'হে আমার সাহাবীগণ, শুনে রাখো! আমি হলাম আল্লাহর হাবীব, তবে আমি এটি অহংকার করে বলছি না। ✯ কিয়ামতের দিন 'হামদ'-এর ঝান্ডা (লিওয়াউল হামদ) আমার হাতেই থাকবে তবে এটি আমি অহংকার করে বলছি না। ✯ কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম আমিই শাফায়াত করব। ✯ সর্বপ্রথম আমারই শাফায়াত কবুল করা হবে তবে এটি আমি অহংকার করে বলছি না। ✯ তিনি আরও বলেন: اَنَا اَكْرَمُ الْاَوَّلِيْنَ وَ الْاٰخِرِيْنَ وَلَافَخْر "আমি পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে সর্বাধিক মর্যাদাবান, তবে এটি আমি অহংকার করে বলছি না। **(তিরমিযী, পৃ:৮২৭, হাদিস: ৩৬২৫)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই জায়গায় রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সমস্ত নবীদের উপর স্বীয় মর্যাদার কথা বর্ণনা করেছেন, এর দ্বারা প্রতীয়মান হলো সফিউল্লাহ হওয়াও বড় শানের বিষয়, খলিলুল্লাহ হওয়াও অনেক মর্যাদার, কলিমুল্লাহ হওয়াও অনেক মর্যাদার, রুহুল্লাহ হওয়াও অনেক মর্যাদার তবে হাবিবুল্লাহ হওয়া সবচেয়ে বড় শ্রেষ্ঠত্বের।

سُبْحَانَ اللهِ! কতটা সাদাসিধেভাবে কথাটি বুঝিয়ে দিলেন! মূল কথা হলো যিনি 'হাবীব' হন, তাঁকে বিশেষ নির্জনতা ও একান্ত মুহূর্তগুলোতেও সাথে রাখা হয়। ✯ দৃষ্টান্তহীনভাবে (অর্থাৎ শুধু বোঝানোর সুবিধার্থে আরজ করছি) আল্লাহ পাক ✯ হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام -এর সাথে পর্দার আড়াল থেকে কালাম করেছেন। ✯ হযরত নূহ عَلَيْهِ السَّلَام -এর নিকট ওহী এসেছে ফেরেশতার মাধ্যমে। ✯ হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام -এর নিকট ওহী এসেছে ফেরেশতার মাধ্যমে। ✯ হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام -এর সাথে কালাম করেছেন পর্দার আড়াল থেকে। ✯ হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام -এর নিকট ওহী এসেছে ফেরেশতার মাধ্যমে। ✯ কিন্তু ইনি হলেন মহান সম্মানিত প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! যাঁকে আল্লাহ পাক মেরাজের রাতে বিশেষ নির্জনতায় (একান্তে) ডেকে নিয়ে স্বীয় দীদার দান করিয়েছেন এবং কোনো পর্দা ছাড়াই সরাসরি কালাম করার মহান সৌভাগ্য ও মর্যাদা দান করেছেন।

## তারা তো আপনার কথাই শোনাতে এসেছিল

আল্লাহ পাকের নবী হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام অত্যন্ত উচ্চ শান ও মর্যাদার অধিকারী একজন নবী। আল্লাহ পাক কুরআনুল কারীমে এর বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর মর্যাদা এমন ছিল যে, তিনি জন্মান্ধের গায়ে হাত বুলালে তাকে চোখের জ্যোতি দান করতেন (দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিতেন)। ✯ কুষ্ঠরোগীকে স্পর্শ করলে তাকে সুন্দর রূপ ও লাবণ্যে ভূষিত করতেন। ✯ মাটি দিয়ে তৈরি পাখিতে ফুক দিলে সেটিকে সত্যিকারের জীবন্ত পাখি বানিয়ে দিতেন। ✯ অদৃশ্যের (গায়েব) খবর জানিয়ে দিতেন। ✯ মৃতদের

জীবিত করে তুলতেন। ☆ তিনি এমনই মহান শান ও মর্যাদার নবী ছিলেন।

যখন তিনি নবুয়ত প্রকাশ করলেন এবং এমন মহান মুজিযাসমূহ দেখাতে শুরু করলেন, তখন কেউ তাঁকে জিজ্ঞাসা করল: اَنْتَ ہُوَ الْاٰتِیُامْ نَتَرَجّٰی آخَرَ অর্থাৎ, "আপনি এত বড় বড় মুজিযা দেখাচ্ছেন, আপনিই কি সেই আখিরুজ্জামান (শেষ নবীর সত্তা), নাকি আমরা অন্য কারো জন্য অপেক্ষা করব?

হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام যে উত্তর দিয়েছেন, তা অত্যন্ত ঈমানদীপ্ত এক বার্তা! তিনি বললেন: না...!! আমি সেই প্রিয় নবী নই, আমি তো তাঁর আগমনের সুসংবাদ শোনাতে এসেছি। তবে আমি আল্লাহ পাকের দেয়া ক্ষমতায় ☆ অন্ধদের আরোগ্য দান, ☆ কুষ্ঠরোগীদের রূপ ও লাবণ্য ফিরিয়ে দেয়া ☆ এবং মৃতদের নতুন জীবন দান এজন্যই করছি, যাতে মানুষ আমার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং এটি উপলব্ধি করে যে, যাঁর আগমনের সুসংবাদ দিতে আসা প্রচারকের শান ও মর্যাদা যদি এত মহান হয়, তবে স্বয়ং যাঁর আগমন ঘটছে, তাঁর শান ও মর্যাদার জগৎ কেমন হবে...? **(নাযমুদ দুরার, পারা: ৭, সূরা: মায়িদা, আয়াতের পাদটীকা: ১১১, ৬/৩৪৩-৩৪৪)**

سُبْحَانَ الله! এটাই হলো 'হাবীব' ও 'খলীল'-এর পার্থক্য...!! ☆ এটাই হলো 'হাবীব' ও 'কলীম'-এর পার্থক্য...!! ☆ এটাই হলো 'হাবীবুল্লাহ' ও 'রুহুল্লাহ'-এর পার্থক্য...!! ☆ সফিয়্যুল্লাহ (হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام) হলেন তিনি, যিনি তাঁর (রাসূলুল্লাহর) পাক নাম মুবারক চুম্বন করে চোখে লাগান। ☆ খলিলুল্লাহ (হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام) হলেন তিনি,

যিনি তাঁর আগমনের জন্য দোয়া করেন। ✫ কলীমুল্লাহ (হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام) হলেন তিনি, যিনি তাঁর উম্মত হওয়ার ব্যাকুল আরজি ও আকুতি জানান। ✫ রুহুল্লাহ (হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام) হলেন তিনি, যিনি তাঁর আগমনের সুসংবাদ শোনান। ✫ আর হাবীবুল্লাহ (হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) হলেন তিনি, যিনি সকলের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন এবং ইমামুল আম্বিয়া (সকল নবীর ইমাম) হয়ে তাশরীফ আনেন!

## সিফাতে ইলাহীর নিদর্শন

তিরমিযী শরীফে একটি হাদিস বর্ণিত রয়েছে। ওলামায়ে কেরাম এই হাদিসের যে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন, সেই ব্যাখ্যার আলোকে আমি আপনাদের নিকট এই বর্ণনাটি উপস্থাপন করছি: রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর সাহাবী হযরত আবু রাজীন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ প্রিয় আকা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন: اَيْنَ كَانَ اللهُ قَبْلَ اَنْ يَخْلُقَ خَلْقَهٗ অর্থাৎ, "ইয়া রাসূলুল্লাহ ! صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ✫ এখন এই জগৎ বিদ্যমান, পুরো বিশ্বজাহান উপস্থিত রয়েছে। এর প্রতিটি অণু-পরমাণুতে আল্লাহ পাকের কুদরত ও গুণাবলীর প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। উঁচু উঁচু পাহাড় দেখলে আল্লাহ পাকের কুদরতের কথা মনে পড়ে। ✫ ছোট্ট পিপীলিকা থেকে শুরু করে হাতি পর্যন্ত বিশাল বিশাল প্রাণীদের দিকে তাকালে সবাই রিযিক পাচ্ছে, এতে আল্লাহ পাকের 'রাজ্জাক' (রিজিকদাতা) সিফাতের বিকাশ স্পষ্ট দেখা যায়। ✫ মায়ের ভালোবাসা আর বাবার স্নেহ দেখলে আল্লাহ পাকের রহমতের প্রকাশ দৃশ্যমান হয়। ✫ সংক্ষেপে সমস্ত সৃষ্টিজগতের মাঝে কোনো না কোনোভাবে আল্লাহ পাকের সিফাতের প্রকাশ ঘটে চলেছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো: ✫ যখন এই জমিনও ছিল না ✫ আকাশও ছিল

না ✫ কোনো সৃষ্টিও ছিল না, ✫ মানুষ, জিন এবং ফেরেশতা কেউই ছিল না ✫ কিছুই ছিল না, কেবল এক আল্লাহ পাকের সত্তাই বিদ্যমান ছিল; ইয়া রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ! সেই সময় আল্লাহ পাকের সিফাত বা গুণাবলীর বিকাশ কোথায় ঘটছিল?

প্রশ্নটি বেশ অদ্ভুত, খুবই আকর্ষণীয় এবং শিক্ষণীয়ও বটে। এবার উত্তর শুনুন! রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: كَانَ فِيْ عَمَاءٍ অর্থাৎ যখন এই পৃথিবী ছিল না ✫ আকাশ ছিল না ✫ কোনো সৃষ্টিই ছিল না, তখন একটি মেঘের মতো জিনিস ছিল, যাতে আল্লাহ পাকের গুণাবলীর প্রকাশ ঘটছিল।

সে মেঘের মতো জিনিসটি কী ছিল? ওলামায়ে কেরাম বলেন: তা ছিল প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূর, যাতে আল্লাহ পাকের সমস্ত গুণাবলীর প্রকাশ ঘটেছিল। **(মাজমু' লাতিফ উনসী, পৃ: ১৯-২০)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এটিই হলো হাবীব এবং খলিলের পার্থক্য...! ✫ এটিই হলো হাবীব এবং কলিমের পার্থক্য ✫ হাবীবুল্লাহ এবং রুহুল্লাহর পার্থক্য...!! হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام থেকে শুরু করে হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام পর্যন্ত সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام ✫ উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ✫ উচ্চ পদের অধিকারী, তবে কুরবান হয়ে যান! আল্লাহর মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শান কেমন? ওই আম্বিয়ায়ে কেরামের তখনও রুহও সৃষ্টি হয়নি, তার আগেই আল্লাহ পাকের প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূর আল্লাহ পাকের সমস্ত গুণাবলীর প্রকাশের মাধ্যম হয়ে উঠেছিল।

# সমস্ত জাহানের নবী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর একটি শান আল্লাহ পাক এটা বলেছেন, ইরশাদ হচ্ছে:

لِيَكُونَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا ۙ﴿۱﴾
(পারা ১৮, সূরা ফুরকান, আয়াত ১)

**কানযুল ঈমানের অনুবাদ:** যাতে তিনি সমগ্র জগতের জন্য সতর্ককারী হন।

এই আয়াতে কারীমা থেকে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সমস্ত জাহানের নবী, এর মধ্যেও মাহবুবের শান প্রকাশ পায়, আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: আম্বিয়ায়ে কেরামদের عَلَيْهِمُ السَّلَام এক একটি জাতি, এক একটি অঞ্চলের নবী বানানো হয়েছে; কিন্তু আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে এই শান দান করা হয়েছে যে, যত মাখলুকাত আছে, যত জাহান আছে, তাঁকে সবার নবী বানানো হয়েছে। এখান থেকে বোঝা যায় যে, একটি অঞ্চল এবং সমস্ত জাহানের মধ্যে যতটুকু পার্থক্য, আল্লাহ পাকের প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শান সমস্ত নবীদের শানের চেয়ে ঠিক ততটুকুই বেশি। **(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৩০/১৪৫-১৪৬)**

# নবী এবং উম্মতীর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একটি অত্যন্ত সুন্দর গবেষণা তুলে ধরেছেন, তিনি লিখেছেন: (যদিও নবুয়ত অর্জনযোগ্য নয়, আমল দিয়ে লাভ করা যায় না, এটি সম্পূর্ণ আল্লাহ পাকের বিশেষ পছন্দ; তবে) আল্লাহ পাক যাদের নবুয়তের জন্য মনোনীত করেন, এটি জরুরি যে, তারা আধ্যাত্মিক শক্তি এবং শারীরিক শক্তি উভয় ক্ষেত্রেই নিজ উম্মত থেকে সর্বোচ্চ ও শ্রেষ্ঠ হবেন। তাই ☆ আম্বিয়ায়ে কেরামদের عَلَيْهِمُ السَّلَام উম্মতের চেয়ে দ্রুত গতি দান করা হয় ☆

আম্বিয়ায়ে কেরামদের عَلَيۡهِمُ السَّلَام দেখার শক্তিও উম্মতের চেয়ে বেশি দেওয়া হয় ✯ শোনার শক্তিও সবার চেয়ে বেশি দান করা হয় ✯ স্বাদ নেওয়ার শক্তি ✯ ঘ্রাণ নেওয়ার শক্তি ✯ স্পর্শ করার শক্তি ✯ একইভাবে বুদ্ধি ✯ প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতা এবং ✯ বোঝার ক্ষমতাও তাদের মধ্যে সমস্ত উম্মতের চেয়ে বেশি থাকে ✯ এর পাশাপাশি তাদের রুহও সমস্ত মানুষের চেয়ে অধিক পবিত্র, পরিষ্কার ও সূক্ষ্ম হয়ে থাকে।

**(তাফসীরে কবীর, পারা: ৩, সূরা: আলে ইমরান, আয়াতের পাদটীকা: ৩৩, ৩/১৯৯-২০০)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এটি বোঝার বিষয়: প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সমস্ত জগতের নবী ✯ ফেরেশতাদেরও নবী ✯ নবীদেরও নবী ✯ রাসূলদেরও নবী ✯ সমস্ত মাখলুকাতের (সৃষ্টির) নবী। সবাই তাঁর উম্মত। আর আমরা ইতিপূর্বে শুনেছি: নবীর দেখার শক্তি উম্মতের চেয়ে বেশি হয় ✯ নবীর শোনার শক্তি উম্মতের চেয়ে বেশি হয় ✯ নবীর স্বাদ নেওয়ার শক্তি ✯ ঘ্রাণ নেওয়ার শক্তি ✯ স্পর্শ করার শক্তি ✯ বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা এবং বোঝার ক্ষমতা উম্মতের চেয়ে বেশি হয় ✯ এবং নবীর রুহ উম্মতের রুহের চেয়ে অনেক বেশি পবিত্র ও সূক্ষ্ম হয়।

এ থেকে জানা গেল যে, সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে ✯ প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে যেমন চোখ দান করা হয়েছে, তেমন চোখ কাউকে দেওয়া হয়নি ✯ তাঁকে যেমন মুবারক কান দান করা হয়েছে ✯ তেমন কাউকে দেওয়া হয়নি ✯ তাঁকে যেমন ঘ্রাণ নেওয়ার শক্তি দান করা হয়েছে ✯ তেমন নবীগণ ও ফেরেশতাদেরও দান করা হয়নি ✯ তাঁকে যেমন স্পর্শ করার শক্তি দান করা হয়েছে, তেমন নবীগণ ও

ফেরেশতাদেরও দেওয়া হয়নি ✫ তাঁকে যেমন বুদ্ধি দান করা হয়েছে, তেমন কাউকে দেওয়া হয়নি ✫ তাঁকে যেমন পবিত্র রুহ দান করা হয়েছে, তেমন পবিত্র রুহ অন্য কারও নেই।

আসুন! প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই বিশেষ শান ও মর্যাদার কিছু বর্ণনা শুনে নিই:

## প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর গতি মুবারক

সর্বপ্রথম প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক গতির দিকে লক্ষ্য করুন! আমরা জানি প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم রাতের একটি সংক্ষিপ্ত অংশে মেরাজে তাশরীফ নিয়ে গিয়েছিলেন, আবার ফিরেও এসেছিলেন। কতটুকু সময় অতিক্রান্ত হয়েছিল? তখনও মুবারক বিছানা গরম ছিল, দরজার শিকল দুলছিল এবং অযুর পানি প্রবাহিত হচ্ছিল।

এই মোবারক গতি কেমন ছিল, আসুন তার একটি সাধারণ পর্যালোচনা করে দেখি। আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমদ রযা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: জমিন থেকে সিদরাতুল মুনতাহার দূরত্ব ৫০ হাজার বছরের পথ, তার পর মুস্তাওয়া, তার পরে (কত দূরত্ব) আল্লাহ পাকই ভালো জানেন, তার পর আরশের ৭০টি পর্দা (হিজাব) রয়েছে, প্রতিটি পর্দা থেকে পরবর্তী পর্দার দূরত্ব ৫০০ বছরের পথ। **(শরহুস শিফা লিল মোল্লা আলী ক্বারী, ১/৪৪০)** এটি মিলিয়ে মোট ৩৫ হাজার বছরের পথ হলো। ৩৫ হাজার বছরের পথ এটি এবং ৫০ হাজার বছরের পথ জমিন থেকে সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত সব মিলিয়ে মোট ৮৫ হাজার বছরের পথ হলো। এরপর সিদরাতুল মুনতাহা থেকে আরশের পর্দাগুলো পর্যন্ত কত দূরত্ব, তা কেউ জানে না। চলুন, আমরা সবচেয়ে ধীরগতির সফর যা আগের যুগে

উটের মাধ্যমে হতো, তার একটি হিসাব করি। আজকের যুগের হিসাব অনুযায়ী, প্রাচীনকালে স্বাচ্ছন্দ্যে যে সফর করা হতো, তাতে ৩ দিনে ৯২ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করা যেত। এই ৮৫ হাজার বছরের সফরকে যদি আমরা এই মোটা দাগের হিসেবে নিয়ে আসি, তবে এটি মোট ৯৫ কোটি, ১৪ লাখ এবং প্রায় ৩৪ হাজার কিলোমিটারের সফর দাঁড়ায়। এটি আমরা একটি অনুমানের ওপর সবচেয়ে ধীরগতির সফরের হিসাব বের করেছি।

এবার দেখুন! বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে সবচেয়ে দ্রুতগতির বস্তু হিসেবে বিবেচনা করা হয় আলোকে। আলো এক সেকেন্ডে ৩ লাখ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে। এখন, ৯৫ কোটি কিলোমিটার সফর আলো অতিক্রম করতে কত সময় নেবে? এর একটি আনুমানিক হিসাব বের করলে দেখা যায়, আলোর এই সফর সম্পন্ন করতে প্রায় ৫৩ মিনিট সময় লাগবে। আবার ফিরেও আসতে হলে সময় লাগবে ১০৬ মিনিট।

اَللّٰهُ اَكْبَر! এটি কেবল একটি সাধারণ অনুমান। পৃথিবীর সবচেয়ে দ্রুতগতির বস্তু যদি বিরতিহীনভাবে চলতে থাকে, তবে যে পথ অতিক্রম করতে প্রায় ২ ঘণ্টা সময় নিচ্ছে, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কেবল ততটুকুই নয়, বরং এর চেয়ে বহুগুণ বেশি সফর অত্যন্ত স্বাচ্ছন্দ্যে সম্পন্ন করেছেন! ✯ পথে বিরতিও নিয়েছেন ✯ নামাযও আদায় করেছেন ✯ কখনো নবীদের ইমামতি করেছেন ✯ কখনো ফেরেশতাদের ইমামতি করেছেন; এভাবে পরম শান্তিতে সফর শেষ করে আবার ফিরেও এসেছেন। অথচ গতির অবস্থা দেখুন! তখনও মুবারক বিছানা গরম ছিল, দরজার শিকল দুলছিল। অর্থাৎ, পৃথিবীর সবচেয়ে দ্রুতগতির বস্তুর যে

সফর সম্পন্ন করতে ২ ঘণ্টা সময় লাগে, মা আমেনার কলিজার টুকরার তার চেয়ে বহুগুণ বেশি পথ অতিক্রম করে মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ফিরেও এসেছেন!

## পবিত্র শরীরের সূক্ষ্মতা ও কোমলতা

এরপর এই স্থানেই পবিত্র শরীরের সূক্ষ্মতার ওপরও লক্ষ্য করুন! আমরা বহুবার শুনেছি এবং বর্ণনায় এই বিষয়টি বিদ্যমান রয়েছে যে, মেরাজের রাতে প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন সিদরাতুল মুনতাহায় পৌঁছালেন, তখন হযরত জিবরাইল আমীন عَلَيْهِ السَّلَام থেমে গেলেন। আল্লাহর রাসূল صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জিজ্ঞাসা করলেন: জিবরাইল! সামনে কেন এগুচ্ছো না? তিনি আরজ করলেন: لَوْ دَنَوْتُ اُنْمُلَةً لَاِحْتَرَقْتُ অর্থাৎ, ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি যদি একটি আঙুলের কড়ার সমপরিমাণও সামনে অগ্রসর হই, তবে জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যাব। সুতরাং আমি এখানেই থামছি, আপনি তাশরীফ নিয়ে যান!

سُبْحَانَ اللّٰه! এটি ভাবার মতো বিষয়। হযরত জিবরাইল আমীন عَلَيْهِ السَّلَام পুরোটাই নূর, তাঁর সৃষ্টিই হয়েছে নূর থেকে। সামনে যেখানে যেতে হবে, সেখানেও কেবল নূরেরই তাজাল্লি। কিন্তু সেই তাজাল্লি এমন যে, ফেরেশতাদের সরদার হযরত জিবরাইল আমীন عَلَيْهِ السَّلَام এক আঙুলের কড়ার সমপরিমাণও যদি সেই তাজাল্লির দিকে অগ্রসর হন, তবে পুড়ে যাবেন। কিন্তু কুরবান হয়ে যান! প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কেবল আধ্যাত্মিকভাবে নয়, বরং পবিত্র শরীরের সাথেই সামনে অগ্রসর হন। নূরের সেই তাজাল্লি তাঁর পবিত্র শরীর তো দূরের কথা, মুবারক শরীরে পরিহিত পোশাকের একটি সুতাকেও কোনো ক্ষতি পৌঁছাতে পারেনি!

এ থেকে জানা গেল যে, হযরত জিবরাইল আমীন عَلَيْهِ السَّلَام যিনি রুহুল কুদুস, যিনি পুরোটাই নূর, তাঁর নূরেও সেই সূক্ষ্মতা নেই, যা আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র শরীরে বিদ্যমান রয়েছে। শরীর মুবারকের সূক্ষ্মতার যদি এই অবস্থা হয়, তবে চিন্তা করুন! তাঁর মুবারক রুহের সূক্ষ্মতার অবস্থা কেমন হবে...?

## (২-৩): শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি মুবারক

হাদিস শরীফের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ তিরমিযী, ইবনে মাজাহ এবং মুসনাদে ইমাম আহমদের বর্ণনা; একদিন প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "নিশ্চয়ই আমি তা দেখি, যা তোমরা দেখো না; আমি তা শুনি, যা তোমরা শোনো না। নিশ্চয়ই আসমান চরম শব্দ করে মড়মড় করে উঠেছে, আর এর জন্য মড়মড় শব্দ করাই সঙ্গত। কেননা আসমানে চার আঙুল পরিমাণ জায়গাও এমন নেই, যেখানে কোনো ফেরেশতা কপাল ঠেকিয়ে মহান প্রতিপালকের দরবারে সিজদা করছে না। **(তিরমিযী, পৃ:৫৫৪, হাদিস: ২৩১২)**

سُبْحَانَ اللّٰه! প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রথমত রাসূলে করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দৃষ্টির কামালিয়াত (অলৌকিক ক্ষমতা) দেখুন! জমিন তো জমিনই, আসমান জমিনের চেয়ে বহু গুণে বড়; অথচ মহান মর্যাদার অধিকারী, রাসূলে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জমিনে অবস্থান করেই আসমান পর্যবেক্ষণ করছেন। আর দেখুন! কত গভীর পর্যবেক্ষণ যে, আসমানের চার আঙুল পরিমাণ অংশও মুস্তফার দৃষ্টি থেকে গোপন নেই। আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জমিনে বসে দেখছেন যে, আসমানে চার আঙুল পরিমাণ জায়গাও খালি নেই, যেখানে কোনো ফেরেশতা কপাল ঠেকিয়ে মহান প্রতিপালকের দরবারে সিজদা করছে না।

তারপর মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শ্রবণশক্তির কামালিয়াত (অলৌকিক ক্ষমতা) দেখুন! আসমান এখান থেকে হাজার হাজার কিলোমিটার দূরে; আমাদের মতো সাধারণ মানুষ তো পাশের ঘরে বসা মানুষের গলার আওয়াজই শুনতে পায় না, রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক কান এমন যে, জমিনে বসেই হাজার হাজার কিলোমিটার দূরে আসমানের মড়মড় শব্দের আওয়াজও শুনে নেন।

তারপর মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শ্রবণশক্তির কামালিয়াত (অলৌকিক ক্ষমতা) দেখুন! আসমান এখান থেকে হাজার হাজার কিলোমিটার দূরে; আমাদের মতো সাধারণ মানুষ তো পাশের ঘরে বসা মানুষের গলার আওয়াজই শুনতে পায় না, অথচ আল্লাহ পাকের প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক কান এমন যে, জমিনে বসেই হাজার হাজার কিলোমিটার দূরে আসমানের মড়মড় শব্দের আওয়াজও শুনে নেন।

## (৪): স্বাদ নেওয়ার বরকতময় শক্তি

আবু দাউদ শরীফে একটি হাদিস রয়েছে। একবার এক মহিলা সাহাবিয়া رَضِیَ اللهُ عَنْهَا প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দাওয়াত দিলেন। তিনি সাহাবায়ে কেরামকে رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ সাথে নিয়ে তাঁর ঘরে পৌঁছালেন। খাবার পরিবেশন করা হলো। তিনি بِسْمِ الله পড়ে এক লোকমা মুখে নিলেন। তাঁকে দেখে সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ-ও খাবারের দিকে হাত বাড়ালেন এবং মুখে লোকমা তুললেন। কিন্তু হঠাৎ তাঁদের নজর গেল, রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সেই একটি লোকমাই মুবারক মুখে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে চিবাচ্ছেন, পেটে নামাচ্ছেন না। কিছুক্ষণ পর ইরশাদ করলেন: اَجِدُ لَحْمَ شَاةٍ

اُخِذَتْ بِغَيْرِ اِذْنِ اَہْلِہَا আমি এতে এমন একটি ছাগলের মাংসের স্বাদ পাচ্ছি, যা তার মালিকের অনুমতি ছাড়া যবেহ করা হয়েছে। এ কথা শুনে সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُم -ও খাওয়া থেকে হাত গুটিয়ে নিলেন। দাওয়াতকারী সাহাবিয়া নারীকে ডেকে আনা হলো এবং জিজ্ঞাসা করা হলো: ছাগলটি কোথা থেকে এসেছে? তিনি আরজ করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমি ছাগল কেনার জন্য একজনকে পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু ছাগল পাওয়া যায়নি। তবে আপনাকে তো দাওয়াত দিয়েই ফেলেছিলাম! তাই প্রতিবেশীর কাছে খবর পাঠালাম যে, মূল্যের বিনিময়ে যেন ছাগলটি আমাকে দিয়ে দেয়। কিন্তু দূর্ভাগ্যক্রমে প্রতিবেশী ঘরে ছিলেন না, তাঁর স্ত্রী মালিকের অনুমতি ছাড়াই ছাগলটি আমাকে দিয়ে দেন। এই ছাগলটি জায়িয মাধ্যমেই পাওয়া গিয়েছিল, তবে এর আসল মালিকের (অর্থাৎ প্রতিবেশীর স্বামীর) থেকে অনুমতি নেওয়া হয়নি।

**(আবু দাউদ, পৃ:৫৩৬, হাদিস: ৩৩৩২)**

اَللّٰہُ اَکۡبَر! চেখে দেখার এই বরকতময় শক্তি দেখুন! ✯ আমরা যদি মুখে কোনো লোকমা নিই ✯ সেটা গরম নাকি ঠান্ডা, তা আমরা বুঝতে পারি ✯ সুস্বাদু নাকি অরুচিকর, তা ধরে নিতে পারি ✯ লবণ কম হয়েছে না বেশি, তাও জানতে পারি ✯ কোনো দক্ষ বাবুর্চি হলে হয়তো এটিও বুঝে ফেলবে যে, খাবারে কী কী উপাদান মেশানো হয়েছে। কিন্তু কী আশ্চর্যজনক বিষয়! আমাদের প্রিয় আকা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم মুখে লোকমা দেন, আর মুবারক জিহ্বা দিয়ে চেখে নেওয়ার সাথে সাথেই শুধু তার স্বাদ কিংবা তা গরম-ঠান্ডা কি না কেবল সেটাই নয়, বরং এ-ও স্পষ্ট জানা হয়ে যায় যে, যে ছাগলটি যবেহ করে রান্না করা হয়েছে, তা মালিকের অনুমতি নিয়ে যবেহ করা হয়েছিল নাকি অনুমতি ছাড়াই নেওয়া হয়েছিল! سُبۡحَانَ اللّٰہ!

এটিই হলো প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর স্বাদ গ্রহণ করার বরকতময় শক্তি...!!

## (৫): স্পর্শ করার বরকতময় শক্তি

এবার একটু স্পর্শ করার শক্তির কথা চিন্তা করে দেখুন! হযরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ একজন বিখ্যাত সাহাবী, যিনি 'আশারায়ে মুবাশশারা'র (জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত ১০ জন সাহাবীর) অন্তর্ভুক্ত। তিনি বর্ণনা করেন: একদিন আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে দেখতে (রোগী সমবেদনায়) তাশরিফ আনলেন।

সাহাবায়ে কেরাম কত ভাগ্যবানের দল ছিলেন, তাঁরা অসুস্থ হলে দুই জাহানের তাজেদার স্বয়ং তাঁদের দেখতে আসতেন...!!

হযরত সাদ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ বলেন: রাসূল صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার বুকের ওপর হাত মুবারক রাখলেন, এমন এক অলৌকিক স্পর্শমণ্ডিত হাত...!! আহা! তাঁর সেই হাত মুবারকের শীতলতা আমি আমার অন্তরে অনুভব করলাম।

হায়! এই সৌভাগ্য যদি কখনো আমাদের মতো গোলামদেরও নসীব হতো...!!

অতঃপর হযরত সাদ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ -এর বুকের ওপর হাত রাখলেন, তারপর ইরশাদ করলেন: "তোমার হৃদরোগ হয়েছে। তুমি হারিস সাকাফির কাছে যাও; সে একজন চিকিৎসক। তাকে বলো যে, সে যেন

'আজওয়া' খেজুর বিচিসহ পিষে তোমাকে (তার পেস্ট বানিয়ে) খাইয়ে দেয়। এতে তুমি সুস্থ হয়ে উঠবে। **(আবু দাউদ, পৃ:৬১০, হাদিস: ৩৮৭৫)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এখানে লক্ষ্য করুন! এখন বিজ্ঞানের যুগ, আধুনিক প্রযুক্তির বিকাশ ঘটেছে। তা সত্ত্বেও যখন কারো হৃদরোগ হয়, তখন কী করা হয়? সর্বপ্রথমে ইসিজি করা হয়, যা দিয়ে হৃদযন্ত্রে কোনো সমস্যা আছে কি না তা বোঝা যায়; যদি রিপোর্টে কোনো সমস্যা ধরা পড়ে, তবে ইকো করা হয়; এরপর অ্যাঞ্জিওগ্রাফি করা হয়, যাতে হৃদযন্ত্রের সুনির্দিষ্ট সমস্যাটি শনাক্ত করা যায়; আর এর পরেই কেবল চিকিৎসা পদ্ধতি শুরু হয়।

উৎসর্গিত হোন! দুই জাহানের মহাচিকিৎসক রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কী চমৎকার শান! বুক থেকে কাপড়ও সরাননি, ওপর থেকেই হাত মুবারক রেখেছেন আর তাতেই ইসিজি-ও হয়ে গেল, ইকো-ও হয়ে গেল, অ্যাঞ্জিওগ্রাফিও হয়ে গেল এবং উপযুক্ত চিকিৎসাও বাতলে দেওয়া হলো!

## (৬): ঘ্রাণ নেওয়ার বরকতময় ক্ষমতা

মুসলিম শরীফের একটি হাদিস শরীফ রয়েছে। হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ বর্ণনা করেন: একদিন প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মুসলমান ও অমুসলিমের রুহ কবজ হওয়ার অবস্থা বর্ণনা করে ইরশাদ করলেন: যখন কোনো মুমিনের রুহ কবজ করা হয়, তখন আসমানের ফেরেশতারা বলেন: 'আজ জমিনের দিক থেকে কতই না চমৎকার সুবাস আসছে! আর যখন কোনো অমুসলিমের রুহ দেহ থেকে বের করা হয়,

তখন তা থেকে দুর্গন্ধ ছড়ায়; আর আসমানবাসীরা বলেন: জমিন থেকে কত নিকৃষ্ট দুর্গন্ধ আসছে!

হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ বর্ণনা করেন: রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন এ কথা বললেন, তখন নিজের চাদর মুবারকের একটি অংশ নাকের ওপর এভাবে রাখলেন, যেন তিনি দুর্গন্ধ অনুভব করছিলেন।

**(মুসলিম, কিতাবুল জান্নাহ ওয়া সিফাতুহা..., বাব আরদি মাক'আদিল মাইয়্যিত..., পৃ:১১০০, হাদিস: ২৮৭২)**

الله! الله! এটিই হলো ঘ্রাণশক্তির অলৌকিক ক্ষমতা...!! আমরা জানি, সুবাস হোক কিংবা দুর্গন্ধ এসবের কথা কেবল চিন্তা করলে কোনো প্রভাব পড়ে না। উদাহরণস্বরূপ, আপনি যে সুগন্ধি ব্যবহার করেন, তার শিশিটি হাতে নিলেন না, কাপড়েও লাগালেন না, কেবল বসে বসে সেই সুগন্ধির নাম জপতে লাগলেন; তাতে কি আপনি সুবাস পাবেন? কাপড় কি সুবাসিত হয়ে যাবে? আপনার নাক কিংবা ঘ্রাণেন্দ্রিয় কি তৃপ্তি পাবে? না...!! এমনটি কখনোই হয় না। আপনাকে সুগন্ধি নিতে হবে, ব্যবহার করতে হবে, তবেই সুবাস পাওয়া যাবে। এমনকি আমাদের অবস্থা তো এমন যে, সুগন্ধি মাখলেও কিছুক্ষণ পর আর তা টের পাওয়া যায় না। উৎসর্গিত হোন প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ঘ্রাণ নেওয়ার বরকতময় শক্তির ওপর...!! তখন বাস্তবে কোনো অমুসলিম মারা যায়নি, তার রুহও কবজ করা হয়নি, কোনো দুর্গন্ধও ছড়ায়নি; কেবল তিনি সাহাবায়ে কেরামকে رَضِیَ اللہُ عَنۡہُمۡ অবহিত করছিলেন যে, অমুসলিমের রুহ বের হওয়ার সময় দুর্গন্ধ ছড়ায়। কেবল মুবারক জিহ্বা দিয়ে এই কথাটি উল্লেখ করেছেন মাত্র, আর তাতেই তিনি সেই দুর্গন্ধ টের পেতে লাগলেন এবং নাক মুবারকে কাপড় জড়িয়ে নিলেন।

এটিই হলো প্রিয় আকা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ঘ্রাণ নেওয়ার ক্ষমতা...!! পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করা রয়েছে, হযরত ইউসুফ عَلَيْهِ السَّلَام - এর জামা মুবারক মিশর থেকে রওয়ানা হয়েছিল, আর হযরত ইয়াকুব عَلَيْهِ السَّلَام কেনানে বসে বহু মাইল দূর থেকেও তার সুবাস অনুভব করেছিলেন। সেটিও অনেক বড় মহিমাময় বিষয়...!! কিন্তু একটু ভেবে দেখুন! সেখানে বহু মাইলের দূরত্ব থাকলেও সুবাস কিন্তু বাস্তবে বিদ্যমান ছিল। আর এখানে কোনো সুবাস বা দুর্গন্ধ বাস্তবে বিদ্যমানই ছিল না, কেবল তার নাম নেওয়া হয়েছে তাতেই অনুভব হওয়া শুরু হয়ে গেছে...!!

## আলোচনার সারসংক্ষেপ

سُبْحَانَ الله! এগুলো আমার প্রিয় আকা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর শান ও মর্যাদা...!! সারকথা হলো; আল্লাহ পাক প্রিয় আকা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-কে সবদিক থেকে সমস্ত সৃষ্টির চেয়ে উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন ✫ তাঁকে অসংখ্য উচ্চ মর্যাদা প্রদান করেছেন ✫ সকল নবীর নবী বানিয়েছেন ✫ সমস্ত নবীকে তাঁর আগমনের সুসংবাদ দেওয়ার জন্য পাঠিয়েছেন ✫ সমস্ত নবীকে যে উচ্চ শান ও মর্যাদা দান করেছেন, তা তাঁরই ওসিলায় দান করেছেন ✫ নিজের হাবীব বানিয়েছেন ✫ শারীরিক ও বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখলে: ✫ যেমনটি দেখার শক্তি তাঁকে দান করা হয়েছে, তেমন কাউকেও দান করা হয়নি ✫ যেমন মুবারক গতি বা চলন তাঁকে দান করা হয়েছে, তেমন কাউকেও দান করা হয়নি। ✫ যেমন সূক্ষ্মতা ও নূরানিয়্যত তাঁকে দান করা হয়েছে, তেমন কাউকেও করা হয়নি। ✫ যেমন দেখার ক্ষমতা তাঁকে দেওয়া হয়েছে, তেমন কাউকেও দেওয়া হয়নি ✫ যেমন শোনার ক্ষমতা, চেখে দেখার ক্ষমতা, ঘ্রাণ নেওয়ার ক্ষমতা এবং স্পর্শ

করার ক্ষমতা তাঁকে দান করা হয়েছে এমন নিখুঁত ও অতুলনীয় ক্ষমতা অন্য কাউকেও দান করা হয়নি।

!سُبْحَانَ الله হে আশিকানে রাসূল! এটি উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন, প্রিয় আকা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর কিছু মর্যাদার সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

যাঁর প্রশংসা সমগ্র কায়িনাতের রব কুরআন মাজীদে বর্ণনা করেন, তাঁর প্রশংসার হক আমাদের মতো অধম গোলামেরা কীভাবে আদায় করতে পারে...?? আমাদের তো কেবল এই আকাঙ্ক্ষা করা উচিত যে, আল্লাহ পাক যেন আমাদের এমন এক আজিমুশ শান, অতুলনীয়, সচ্চরিত্রবান ও নিখুঁত কামিল আকা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর সত্য গোলাম, অনুসারী ও কৃতজ্ঞ উম্মত হওয়ার তাওফিক দান করেন! আহ! হৃদয়ে যেন ইশকে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর এমন প্রদীপ জ্বলে ওঠে, যার আলোয় দুনিয়া তো বটেই, কবরও যেন আলোকিত হয়ে যায়।

## জশনে বেলাদত ও জুলূসে মিলাদ সংক্রান্ত মাদানী ফুল

হে আশিকানে রাসূল! আগামীকাল বারোভী শরীফ (অর্থাৎ ১২ই রবিউল আউয়াল)। প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর জশনে মিলাদুন্নবী। ! اَلْحَمْدُ لِله সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ-ও তাঁদের যুগের চাহিদা অনুযায়ী বিলাদতে মুস্তফার আনন্দ প্রকাশ করেছেন এবং এই নেয়ামতের জন্য আল্লাহ পাকের দরবারে শুকরিয়া আদায় করেছেন। এমনকি স্বয়ং আমাদের আকা ও মাওলা, হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-ও নিজের জশনে মিলাদ পালন করতেন; আর তিনি কেবল বাৎসরিক নয়, বরং প্রতি সপ্তাহে অর্থাৎ প্রতি সোমবার রোযা রেখে নিজের মিলাদ উদযাপন করতেন।


www.dawateislami.net

আমরাও إِنْ شَآءَ اللهُ الْكَرِيْم! জাঁকজমকপূর্ণভাবে জশনে মিলাদ পালন করব। জশনে মিলাদের খুশিতে সুন্দর, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করব, সুসজ্জিত হয়ে মিলাদে জুলূসে অংশগ্রহণ করব, আকার আগমনী ধ্বনিতে স্লোগান দেব এবং إِنْ شَآءَ اللهُ الْكَرِيْم! বিশ্বকে জানিয়ে দেব যে, এটি আমাদের অতুলনীয় ও নিখুঁত আকার জশনে মিলাদ। اَلْحَمْدُ لِلّٰه! আমরা এতে হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে আনন্দিত এবং আল্লাহ পাকের দরবারে চরম কৃতজ্ঞ।

## জশনে বেলাদতের খুশিতে রোযা রাখুন!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর সুন্নাত অনুসরণ করে জশনে মিলাদের খুশিতে রোযাও রাখব।

মনে রাখবেন! এটি নফল রোযা, যার সামর্থ্য রয়েছে এবং শারীরিক অবস্থা অনুকূলে থাকে, তাঁর রোযা রাখা উচিত। হাদিস শরীফে এসেছে: যে ব্যক্তি সাওয়াবের আশায় একটি নফল রোযা রাখবে, আল্লাহ পাক তাকে জাহান্নাম থেকে ৪০ বছরের (পথের দূরত্বের সমপরিমাণ) দূরে সরিয়ে দেবেন। **(জামউল জাওয়ামি', খণ্ড: ৭, পৃ: ১৯০, হাদিস: ২২২৫১)** মু'জামুল কাবীরের এক বর্ণনায় রয়েছে: যে ব্যক্তি একটি নফল রোযা রাখবে, তার জন্য জান্নাতে একটি বৃক্ষ রোপণ করা হবে, যার ফল ডালিম অপেক্ষা ছোট ও আপেল অপেক্ষা বড় হবে; তা মধুর মতো মিষ্টি ও সুস্বাদু হবে। আল্লাহ পাক কিয়ামতের দিন রোযাদারকে সেই গাছের ফল আহার করাবেন।

**( মু'জামুল কাবীর, খণ্ড: ৮, পৃ: ৭১, হাদিস: ১৫৩২৩)**

## জুলূসে মিলাদে অংশগ্রহণ করুন!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اِنْ شَآءَ اللّٰہ الْكَرِيْم! জুলূসে মিলাদে খুবই ধূমধামের সাথে অংশগ্রহণ করতে হবে ✯ জুলূসে মিলাদেও গাড়ি/মোটর সাইকেল/পায়ে হেঁটে যেকোন মাধ্যমে ভরপুর প্রস্তুতি সহকারে অংশগ্রহণ করবেন ✯ জুলূসে মিলাদে (***Discipline***) শৃঙ্খলা বজায় রাখবেন ✯ ১২ রবিউল আউয়ালের দিন যোহর থেকে আসর জুলূসে মিলাদে সমস্ত যিম্মাদারগণ বিভাগীয় ব্যক্তিবর্গরা মারহাবা ইয়া মুস্তফার ধ্বনি দিয়ে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অংশগ্রহণ করবেন ✯ বিভাগের ২জন ইসলামী ভাই নিজের বিভাগের ব্যানার নিয়ে সামনে হাঁটবেন, ওই বিভাগের বাকি ইসলামী ভাইয়েরা পেছন পেছন দৃষ্টিতে অবনত রেখে, মাদানী পতাকা উত্তোলন করে, মুখে নাতে মুস্তফা জারী রেখে অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণভাবে অংশগ্রহণ করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

## নামায পড়ার উপকারিতা এবং না পড়ার ক্ষতিসমূহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমরা জশনে বেলাদত উদযাপনকারীও এবং নামাযীও, নামায আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم চোখের শীতলতা, এজন্য নামাযের প্রতি খুব যত্নশীল হোন! বিশেষ করে কাল মিলাদ শরীফ ও জুলূসে মিলাদের ব্যস্ততার মধ্যেও নামাযের সময়ের দিকে খুবই খেয়াল রাখবেন! এমন যেন না হয় যে, মিলাদের খুশি উদযাপন করতে গিয়ে (مَعَاذَ الله!) নামায কাযা করে বসবেন; ✯ নামায হলো সর্বোত্তম ফরয ✯ নামায অন্ধকার কবরের বাতি ✯ নামায কবরের আযাব থেকে রক্ষা করে ✯ নামায কিয়ামতের রোদে ছায়া ✯ নামায

পুলসিরাতের জন্য সহজতা ✯ নামায জাহান্নামের আযাব থেকে মুক্তি দেয় ✯ নামায পড়ার দ্বারা রহমত নাযিল হয় ✯ নামায দ্বারা গুনাহ মাফ হয় ✯ নামায দোয়া কবুলের মাধ্যম ✯ নামায রোগ-ব্যাধি থেকে রক্ষা করে ✯ নামাযের মাধ্যমে শরীরের প্রশান্তি (***Relief***) মিলে ✯ নামাযের মাধ্যমে উপার্জনে বরকত হয় ✯ নামায লজ্জাহীনতা ও মন্দ কার্যাদি থেকে হেফাযত করে **(ফয়যানে নামায, পৃ:১০)** ✯ আর اَلْحَمْدُ لِلّٰہ নামায হলো আল্লাহ পাকের নৈকট্যতা ও রাসূল صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সান্নিধ্য বয়ে আনে। আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে সত্যিকার নামাযী হওয়ার তাওফিক দান করুক এবং প্রকৃত আশিকে রাসূল, প্রকৃত মিলাদ উদযাপনকারী হওয়ার তাওফিক করুক। اٰمِين بِجاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

## কুরআনে কারীম তিলাওয়াত করুন!

হে আশিকানে রাসূল! আজকে আমরা যাঁর জশনে বেলাদত উদযাপন করছি তার উপর কুরআনে কারীম অবতীর্ণ হয়েছে, আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অধিকহারে কুরআনে কারীম তিলাওয়াত করতেন। এক বর্ণনায় রয়েছে: আমার উম্মতের সর্বোত্তম ইবাদত হলো কুরআনের পাকের তিলাওয়াত। **(শুয়াবুল ঈমান, ২/৩৪৭, হাদিস: ২০০৪)**

সুতরাং আমাদের বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত করার সৌভাগ্য অর্জন করতে হবে। কুরআনে কারীমের তিলাওয়াতও করুন এবং কুরআনে কারীম সঠিকভাবে পড়াও শিখুন। দুর্ভাগ্যক্রমে আজ অনেক লোক সঠিক তাজভীদ ও মাখরাজ সহকারে কুরআনে কারীম পড়তে জানে না। اَلْحَمْدُ لِلّٰہ দাওয়াতে ইসলামী ফয়যানে কুরআন প্রসার করার একটি দ্বীনি সংগঠন। কুরআনে কারীমের সঠিক উচ্চারণ শেখার জন্য দাওয়াতে ইসলামীর

বিভাগ মাদরাসাতুল মদীনা বালেগান এর ফয়যান অর্জন করুন! মাদরাসাতুল মদীনা বালেগানে প্রাপ্তবয়স্ক ইসলামী ভাইদেরকে তাজভীদ সহকারে কুরআনে কারীম শেখানো হয় এবং সাথে সাথে প্রয়োজনীয় জরুরী দ্বীনি আহকাম ও মাসায়িল এবং সুন্নাত ও আদব শেখানো হয়, আপনারাও মাদরাসাতুল মদীনা বালেগানে ভর্তি হয়ে যান আর তাজভীদ সহকারে কুরআনে কারীম তিলাওয়াত করা শিখে নিন।

মোটকথা আমাদের উচিত নিজেদের ঘুমানো-জাগরণ, খাওয়া-দাওয়া, প্রতিটি কাজ সুন্নাতে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অনুযায়ী করা। اِنْ شَآءَ اللهُ الْكَرِيْم এর বরকতে যেমনিভাবে রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم রাজি হবেন সাথে সাথে আমাদের প্রতিটি কাজ ইবাদত হিসেবে গণ্য করা হবে এবং আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে আমরা সাওয়াবের হকদারও হবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد



www.dawateislami.net